Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও গণতন্ত্র

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আরিফা ইসলাম

রোলঃ ২৩১০০১২১২০২

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলাম ও গণতন্ত্র

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আরিফা ইসলাম

রোলঃ ২৩১০০১২১২০২

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ইসলাম ও গণতন্ত্র ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আরিফা ইসলাম, আইডিঃ ২৩১০০১২১২০২ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলাম ও গণতন্ত্র " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

আরিফা ইসলাম

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

আরিফা ইসলাম

আইডিঃ ২৩১০০১২১২০২

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 5

গণতন্ত্রের পরিচয় 6

ইসলাম ও গণতন্ত্রের সাংঘর্ষিক বিষয় 7

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন পরিভাষা 10

গণতন্ত্র শিরক,কুফর কী না 12

গণতন্ত্র জাহিলিয়্যাত কী না 14

ইসলামী গণতন্ত্র ও নির্বাচন 16

গণতন্ত্রের অনুসারীরা কাফের কী না 18

গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম কায়েম সম্ভব কী না 22

তথ্যসূত্র: 25

ভূমিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِه وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُه صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِه وَاَصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِالرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বর্তমানে আমাদের চারপাশে বিভিন্ন ধরনের ফিতনা রয়েছে।অনেক ফিতনা এমন আছে যা আমরা হয়তো সাধারণ দৃষ্টিতে বুঝতে পারি না যে এগুলো আমাদের ঈমান,আকিদার সাথেও সাংঘর্ষিক।সাধারণ ভেবে আমরা এমন সব মতবাদ গ্রহণ করি ও জীবনের সাথে মিশিয়ে ফেলি যার কারণে হয়তো আমাদের ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।এমনই এক ফিতনা "গণতন্ত্র" নিয়েই এই গবেষণাপত্র। যেখানে গণতন্ত্রের পরিচয়, ইসলামে এর অবস্থান, কতটুকু সীমা পর্যন্ত এবং কীভাবে এটা নিজের ভেতর ধারণ করলে কুফুরি হবে এসব বিস্তারিত রয়েছে।এই নব্য ফিতনা সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকলে এড়িয়ে চলা সম্ভব এবং নিজেদের ঈমান,আকিদা রক্ষা করা সম্ভব।মুসলিম হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ফিতনা সম্পর্কে জানা এবং এ থেকে নিজেদের রক্ষা করা।

গণতন্ত্রের পরিচয়

গণতন্ত্র (Democracy) এর অর্থশব্দটি মূলত গ্রীক। Demos এবং Kratos দু'টি শব্দের সমন্বয়ে এই শব্দটি গঠিত হয়েছে।Demos এর অর্থ : People বা জনগণ।আর Kratos এর অর্থ Rule বা শাসন।অর্থাৎ Rule of the people জনগণের শাসন।

গণতন্ত্রের সংজ্ঞা

Democracy : Free and equal representation of people.A government in which the supreme power is vested in the people and exercised by them directly or indirectly through a system of representation usu. involving periodically held free elections.Democratic System of Government : A system of government based on the principle of majority decision-making. [Encarta 2009; Encyclopaedia Britannica 2012.]

গণতন্ত্র : মানুষের স্বাধীন ও যথাযথ প্রতিনিধিত্বএটি এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা, যাতে মূল ক্ষমতা সাধারণ জনগণের নিকট থাকে। সাধারণ জনগণই পরোক্ষভাবে কিংবা প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করে থাকে। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণের প্রতিনিধি থাকে। যারা সাধারণত নির্দিষ্ট একটা সময়ের পর স্বাধীন ও অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা: এটি এমন এক রাষ্ট্র ব্যবস্থা যা সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত।মূলত, গণতন্ত্র এমন একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে ক্ষমতার উৎস মহান আল্লাহর পরিবর্তে সাধারণ জনগণ এবং ওহীর পরিবর্তে মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির ওপর ভিত্তি করে আইন প্রণয়ন করা হয়। এই ব্যবস্থায় আলেম, জাহেল, পাপী ও নেককার নির্বিশেষে সবার ভোটাধিকার সমানভাবে গণ্য করা হয় এবং মানুষের প্রবৃত্তি ও জ্ঞানই হালাল-হারাম নির্ধারণের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

ইসলাম ও গণতন্ত্রের সাংঘর্ষিক বিষয়

গণতন্ত্র একটি মানব রচিত মতবাদ। গণ মানুষের ইচ্ছা বা আইন অনুসারে পরিচালিত হয় বলেই এর রাষ্ট্র বা শাসন ব্যবস্থাকে গণতন্ত্র বলা হয়। অন্যদিকে ইসলাম আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। আল্লাহর খলীফা হিসাবে এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে পরিচালিত হয় বলে ইসলামের শাসন ব্যবস্থাকে খিলাফত বলা হয়। প্রফেসর ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, 'রাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র দু'টিই মানব রচিত মতবাদ। পক্ষান্তরে 'খেলাফত' আল্লাহর অনুমোদিত শাসন ব্যবস্থার নাম'।[6] নিম্নে ইসলাম ও গণতন্ত্রের পারস্পরিক সংঘর্ষের দিকগুলো উল্লেখ করা হ'ল।

(১) গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব মানা হয়, যা স্পষ্ট শির্ক। পক্ষান্তরে ইসলামের খিলাফতি রাষ্ট্রে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মানা হয়, যা তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত।

(২) গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার অর্থ হ'ল মানুষের প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা। পক্ষান্তরে খিলাফতের ভিত্তিতে রাষ্ট্র পরিচালনা অর্থ হ'ল আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা।

(৩) গণতন্ত্রের মূল দর্শন হ'ল মানুষকে সন্তুষ্ট করা যেভাবেই হোক। পক্ষান্তরে ইসলামী খিলাফতের মূল উদ্দেশ্য হ'ল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত বিধান অনুসারে মানুষের সেবা করা।

(৪) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধর্ম নিছক একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তিগতভাবে এতে ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান পালনের স্বাধীনতা স্বীকৃত। কিন্তু সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনীতিতে ধর্মের কোন প্রবেশাধিকার স্বীকার করা হয় না। এর রাজনীতি ধর্ম-বিবর্জিত। পক্ষান্তরে ইসলামী খিলাফতে ধর্ম শুধু ব্যক্তিগত জীবনে নয় মানুষের সার্বিক জীবনে ধর্মের বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করে। রাষ্ট্রের সার্বিক ব্যবস্থাপনা ধর্মের নীতিমালা অনুসরণ করে চলে।

(৫) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণ যেহেতু সকল ক্ষমতার মালিক, তাই ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, এমনকি বৈধ-অবৈধ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় সাব্যস্ত করার অধিকার

জনগণের। এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে যেকোন ব্যক্তি যেমন রাষ্ট্র প্রধান হ'তে পারে, তেমনি ইচ্ছামত যেকোন আইন রচনা করতে পারে। এজন্য 'Majority must be granted' হ'ল গণতন্ত্রের চূড়ান্ত কথা। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রে আল্লাহকেই যেহেতু সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক মানা হয় সেহেতু ভাল-মন্দ, কল্যাণ-অকল্যাণ, বৈধ-অবৈধ ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশনা অনুসারে আইন প্রনয়ণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতানুসরণ করার নীতিকে ইসলাম এড়িয়ে চলে। কেননা আল্লাহ অধিকাংশের মতানুসরণকে নিরুৎসাহিত করেছেন' (আন'আম ১১৬)।

(৬) গণতন্ত্রে রাজনীতি চলে বহুদলীয় পদ্ধতিতে। একদল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে নির্বাচিত হয়ে রাষ্ট্র বা সরকার পরিচালনা করে। ভোটে পরাজিত দল বা দল সমূহ বিরোধী দলে থেকে সরকারের সমালোচনা করে। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রে বহু দল, মত ও ধর্মের উপস্থিতি থাকলেও রাষ্ট্র বা সরকার ব্যবস্থায় বহুদলীয় ব্যবস্থাপনা স্বীকৃত নয়। কেননা তাতে পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা থাকে। ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা উম্মাহর দায়িত্বশীল বা খাদেম হিসাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। তিনি বিশেষ কোন দলের লোক হন না।

(৭) গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র প্রধান বা শাসক একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকেন। মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে সার্বিক যোগ্যতা ও সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হয়। পক্ষান্তরে ইসলামী খিলাফতে রাষ্ট্রপ্রধান যতদিন যোগ্যতা ও সক্ষমতার সাথে শাসনকার্য পরিচালনা করতে পারবেন ততদিন ঐ দায়িত্বে বহাল থাকবেন। যোগ্যতা হারালে বা অক্ষম প্রমাণিত হ'লে ঐ মুহূর্তেই বিদায় নিবেন বা বিদায় করা হবে। তাঁকে শাসন ক্ষমতায় বসানো বা প্রয়োজনে বিদায় করা শরী'আতে আবশ্যক।

(৮) গণতন্ত্রে নেতাকে পদপ্রার্থী হ'তে হয়। নিজের যোগ্যতা ও গুণাবলীর ঘোষণা দিয়ে তাকে পদের উপযুক্ত প্রমাণ দিতে হয়। অপরপক্ষে ইসলামে কেউ নেতৃত্ব বা পদ চাইলেই তিনি নেতৃত্ব দানের অযোগ্য বিবেচিত হন, তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয় না।

(৯) গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শূরা বা পরামর্শ পদ্ধতি এবং ইসলামী রাষ্ট্রের শূরা বা পরামর্শ পদ্ধতি এক রকম নয়। অথচ এই শূরা ব্যবস্থাকেই গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার সাদৃশ্য প্রমাণের জন্য সবচেয়ে বেশী যুক্তি উপস্থাপন করা হয়।

গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টের শূরা সদস্যদের যোগ্যতা ও মান এবং তাদের কার্যপ্রণালী আর ইসলামী রাষ্ট্রের শূরা সদস্যদের যোগ্যতা ও মান এবং কার্যপ্রণালীর প্রতি লক্ষ্য করলেই উভয় ব্যবস্থার মধ্যে আসমান-যমীন ব্যবধান পরিলক্ষিত হবে।

গণতন্ত্রে জ্ঞানী-মূর্খ, বোকা-বুদ্ধিমান, সৎ-অসৎ সব ধরনের মানুষের শূরা সদস্য হওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং সব ধরনের মানুষের মতকে গ্রহণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এক্ষেত্রে মুর্খ বা বোকার দল বেশী হওয়ার কারণে সিদ্ধান্তটি ভুল হোক বা সঠিক হোক।

পক্ষান্তরে উম্মতের বাছাইকৃত সেরা জ্ঞানী-গুণী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের নিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে শূরা গঠিত হয় এবং তাঁদের পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত হয়। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠের রায়ই চূড়ান্ত নয়। কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় বা মত গ্রহণ করা হ'তে পারে, কখনো সংখ্যা লঘিষ্ঠের মতও গ্রহণ করা হ'তে পারে, যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের চাইতে সংখ্যা লঘিষ্ঠের মতামত বেশী কল্যাণকর মনে হয়। এমনকি ১০০ জন শূরা সদস্যদের মধ্যে ১ জন সদস্যের পরামর্শ বা মত যদি দলীল-প্রমাণ ও বিবেক-বিবেচনার অনুকূলে হয়, তাহ'লে সেটাই গ্রহণ করা হয়।

আবার আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টের সদস্যগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে যেকোন আইন তৈরী করতে পারে। তারা হালালকে হারাম, হারামকে হালাল, ভালোকে মন্দ, মন্দকে ভালো বলে বিল পাশ করতে পারে। এক্ষেত্রে তারা স্বাধীন। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্রের মজলিসে শূরায় এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত বিধানের বিষয়ে পুণর্বিবেচনা বা মতামত প্রদানেরও কোন সুযোগ নেই। পরামর্শ করা হয় নতুন উদ্ভূত কোন সমস্যা বা বিষয় নিয়ে, যে বিষয়ে কুরআন-হাদীছের বক্তব্য স্পষ্ট নয়।

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিভিন্ন পরিভাষা

গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার পরিভাষাসমূহ ও তার মর্মগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রণয়নকারীরা সাধারণ মুসলমানদেরকে বেশি ধোঁকা দিয়েছে তাদের প্রণয়নকৃত পরিভাষার মাধ্যমে। এরা এগুলোকে অত্যন্ত চতুরতার সাথে ব্যবহার করে থাকে। কোনো মুসলমান এই পরিভাষাগুলোর অর্থ ও মর্ম বুঝলে গণতন্ত্রের তাৎপর্য তার নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে যাবে।

শরীয়ত অর্থে আইনইসলামে 'শরীয়ত' শব্দটি যেই অর্থে ব্যবহৃত হয়, গণতন্ত্রে একই অর্থে 'আইন' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন আমরা বলে থাকি, এ কাজটি শরীয়ত সম্মত, এ কাজটি শরীয়ত পরিপন্থী। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় বলা হয়, এ কাজটি আইন সম্মত এবং এ কাজটি আইন বিরোধী। শরীয়তে মুহাম্মাদী অস্বীকারকারী যেমন শরীয়ত থেকে খারেজ হয়ে যায়, তাওবা না করলে তার শাস্তি মৃত্যু। তেমনিভাবে গণতন্ত্রের শরীয়ত (আইন) অস্বীকারকারীকেও এই শরীয়তের বিদ্রোহী বলা হয়। তাওবা না করলে ভারতে তার শাস্তি সেটাই যা কাশ্মিরের মুসলমানদেরকে দেয়া হচ্ছে। পাকিস্তানে তার শাস্তি সেটাই যা সোয়াতবাসী এবং জামেয়া হাফসার ছাত্রীদেরকে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এই শরীয়তের রক্ষী সেনাবাহিনীতে হাতে জনগণের সম্পদকে গনিমতের মাল সাব্যস্ত করে লুট করা আর বিদ্রোহীদেরকে হত্যা করা।

আকিদা অর্থে চিন্তাধারা (নজরিয়া)'আকিদা' শব্দটি শরীয়তে যেই অর্থে ব্যবহৃত হয়, গণতন্ত্রে একই অর্থে 'চিন্তাধারা' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এজন্য গণতান্ত্রিক কোনো ব্যক্তি যখন এ কথা বলে যে, আমার চিন্তাধারা এই, তার অর্থ সে বলছে, আমার আকিদা এই।

হালাল অর্থে 'আইন সম্মত'মুহাম্মাদী শরীয়তে যেভাবে 'হালাল' শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তেমনিভাবে গণতন্ত্রের শরীয়তে 'আইন সম্মত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় যদি বলা হয় 'মদ বিক্রি করা এবং মদ পান করা আইন সম্মত', এর অর্থ হল গণতন্ত্রের সমাজে মদ পান করা এবং মদ বিক্রি করা হালাল। এমনিভাবে সুদী লেনদেন করাও হালাল।

হারাম অর্থে 'বেআইনি'মদ্যপায়ীর সাক্ষী থাকা সত্ত্বেও আশি বেত্রাঘাত করা 'বেআইনি'। এ কথার অর্থ হল, সাক্ষী থাকার পরও মদ্যপায়ীকে আশি বেত্রাঘাত করা হারাম। শরীয়ত সম্মত সাক্ষী বিদ্যমান থাকার পরও বিবাহিত যেনাকারি নারী-পুরুষকে প্রস্তরাঘাত করা বেআইনি। এ কথার অর্থ হল, গণতন্ত্রের শরীয়তে এমন করা হারাম। এমনিভাবে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কালেমা বুলন্দ করার জন্য জিহাদ করা বেআইনি, অর্থাৎ জিহাদ করা হারাম।

গণতন্ত্র শিরক,কুফর কী না

গণতন্ত্রের মূলনীতিসমূহ সুস্পষ্টভাবে শিরক এবং কুফরী হিসাবে প্রতীয়মান হয়। যেমন :

(১) সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে : গণতন্ত্রের মূল কথা জনগণের সার্বভৌমত্ব। অর্থাৎ সকল ক্ষমতার মালিক সকল ক্ষমতার উৎস জনগণ। একথা নিঃসন্দেহে শিরক। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْك ‘রাজত্বে তাঁর কোন শরীক নেই’ (বনী ইসরাঈল ১৭/১১১)। তিনি আরো বলেন, قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاء ‘তুমি বল, হে আল্লাহ, রাজত্বের মালিক, আপনি যাকে চান রাজত্ব দান করেন, আর যার থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন’ (আলে ইমরান ৩/২৬)। অন্যত্র তিনি বলেন, تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ‘বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব। আর তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান’ (মূলক ৬৭/১)।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن ‘যার হাতে রয়েছে নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের রাজত্ব। যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন না এবং তাঁর রাজত্বে কোন শরীক নেই’ (ফুরক্বান ২৫/২)।

আল্লাহর বাণী থেকে বুঝা গেল আল্লাহই সকল ক্ষমতার মালিক। মানুষকে ক্ষমতার মালিক বা উৎস বানানো তাঁর সাথে শরীক স্থাপনের শামিল, যা স্পষ্ট শিরক।

(২) আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে : গণতন্ত্রে আইন-বিধান রচনার চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয় পার্লামেন্ট সদস্যদের উপর। সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য যেটা বলবে, যে বিষয়ে সম্মত হবে সেটাই হবে দেশের সর্বোচ্চ আইন, যার বিরোধিতা করা আইনত অপরাধ। গণতন্ত্রে সংসদ সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে কুরআন-সুন্নাহর উপরে স্থান দেওয়া হয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তারা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আইন তৈরী করতে পারে, এমনকি আল্লাহর আইনকে বাতিলও করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়- পতিতাবৃত্তির লাইসেন্স দেওয়া, মদের লাইসেন্স দেওয়া, সূদের বৈধতা দেওয়া, ১৮ বছরের পূর্বে বিয়ে

নিষিদ্ধ করা, ১৬ বছর বয়স পারস্পরিক সম্মতিতে যেনা করলে তার বৈধতা দেওয়া, স্বামীর অনুমতিতে স্ত্রী অন্য পুরুষের সাথে ব্যভিচার করলে তার বৈধতা দেওয়া, যাত্রা, সিনেমাহলে প্রকাশ্যে বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার চর্চাকে অনুমোদন দেওয়া ইত্যাদি। এ ধরনের নীতিমালা নিঃসন্দেহে আল্লাহর বরুবিয়্যাতের (ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের) ক্ষেত্রে শিরক এবং স্পষ্ট কুফরী। কেননা আল্লাহ বলেন, أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ‘শুনে রাখ! সৃষ্টি যার হুকুম চলবে তার’ (আ‘রাফ ৭/৫৪)।

তিনি আরো বলেন, إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ- ‘আল্লাহ ব্যতীত কারু বিধান দেবার ক্ষমতা নেই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তাঁকে ব্যতীত তোমরা অন্য কারু ইবাদত করো না। এটাই সরল পথ। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না’ (ইউসুফ ১২/৪০)।

তিনি আরো বলেন, وَاللهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ‘আল্লাহ নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশকে পিছনে নিক্ষেপ করার কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী’ (রা‘দ ১৩/৪১)।

(৩) বিরোধ মিমাংসার ক্ষেত্রে : গণতন্ত্রে যেকোন মতবিরোধ বা বিতর্কের চূড়ান্ত মিমাংসাকারী বানানো হয় সংবিধান ও এর ধারা সমূহ এবং পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে। এটা একটা স্পষ্ট কুফরী। মহান আল্লাহ বলেন, فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا- ‘অতঃপর যদি কোন বিষয়ে তোমরা বিতন্ডা কর, তাহ’লে বিষয়টি আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসী হয়ে থাক। এটাই কল্যাণকর ও পরিণতির দিক দিয়ে সর্বোত্তম’ (নিসা ৪/৫৯)।

তিনি আরো বলেন, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا- ‘আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে ফায়ছালা দিলে কোন মুমিন পুরুষ বা নারীর সে বিষয়ে নিজস্ব কোন ফায়ছালা দেওয়ার এখতিয়ার নেই। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করবে, সে ব্যক্তি স্পষ্ট ভ্রান্তিতে পতিত হবে’ (আহযাব ৩৩/৩৬)।

গণতন্ত্র জাহিলিয়্যাত কী না

গণতান্ত্রিক পার্লামেন্টের সদস্য হওয়ার জন্য ন্যায়-নিষ্ঠতা, জ্ঞান-গরীমা, সততা, আল্লাহভীরুতার কোনই শর্ত নেই। যেকোন নাস্তিক, কাফির, ফাসিক-ফাজির, নির্বোধ-জাহেল ব্যক্তি পার্লামেন্ট সদস্য হ'তে পারে টাকার জোরে বা দলীয় আনুগত্য বিবেচনায়। ফলে এসব সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে জাহেলী আইন-কানূন প্রণয়ন করে।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভোটার হওয়ার জন্যও সততা, ন্যায়পরায়ণতা, জ্ঞানী-গুণী হওয়ার শর্তারোপ করা হয় না। ফলে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ জাহেল লোকদের ভোটে শরী'আত সম্পর্কে অজ্ঞরাই সাধারণত নেতা নির্বাচিত হয়। এজন্য গণতন্ত্রকে অনেক মনীষী মূর্খদের শাসন বলেছেন।

১. রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও দার্শনিক প্লেটো গণতন্ত্র সম্পর্কে বলেছেন, 'বুদ্ধিমানের চেয়ে মূর্খ ও অবিবেচকের সংখ্যা অধিক। সুতরাং সংখ্যাধিক্যের শাসন বলে এটা প্রকারান্তরে মূর্খের শাসন।

২. জন লেকি বলেন, 'গণতন্ত্র দারিদ্র্য পীড়িত, অজ্ঞতম ও সর্বাপেক্ষা অক্ষমদের শাসন ব্যবস্থা; কারণ তারাই রাষ্ট্রে সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক।

৩. মিশরীয় ইসলামিক স্কলার মুহাম্মাদ কুতুব বলেন, আল্লাহর দাঁড়িপাল্লায় বিধান হ'ল দু'টি। একটি হ'ল আল্লাহর বিধান অপরটি জাহেলিয়াতের বিধান (মায়েদাহ ৫০)। গণতন্ত্র আল্লাহর বিধান নয়। সুতরাং তা আল্লাহর মাপকাঠিতে জাহেলিয়াতের বিধান।

(১) শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, 'ইসলাম ও গণতন্ত্র দু'টি বিপরীতমূখী ব্যবস্থা। যা কখনো এক হবার নয়। একটি আল্লাহর উপর ঈমান ও আল্লাহ নির্দেশিত পন্থায় জীবন পরিচালনা, অপরটি তাগূতের (আল্লাহ বিরোধী অনুশাসন) প্রতি ঈমান ও তদনুযায়ী জীবন পরিচালনার উপর নির্ভরশীল'

(২) আবু কাতাদা ওমর বিন মাহমূদ বলেন, 'যেসব লোক ইসলামকে গণতন্ত্রের সাথে এক করে দেখতে চায়, তাদের প্রচেষ্টা যিন্দীকদের (যারা মুখে ইসলাম প্রকাশ করে অন্তরে কুফুরী গোপন করে) মত, যারা আল্লাহর দ্বীনকে মানুষের প্রবৃত্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য পরিবর্তন করে ফেলে। ... ইসলাম জনগণকে বিধানগত ক্ষেত্রে পসন্দ-অপসন্দের স্বাধীনতা দেয়নি; যেহেতু জনগণের জন্য ইসলামী বিধান অনুযায়ী পরিচালিত হওয়া এবং শাসককে মুসলিম হওয়া আবশ্যকীয়। অপরদিকে গণতন্ত্র জনগণকে তাদের উপর প্রযোজ্য বিধি-বিধান প্রণয়নে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছে। এটাই গণতন্ত্রের মৌলিক তত্ত্ব, যা সম্পূর্ণ ইসলাম বিনষ্টকারী'।

(৩) ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব বলেন, 'বর্তমান গণতান্ত্রিক বিশ্বের সর্বত্র সামাজিক অশান্তির অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল প্রচলিত এই নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা। কেন্দ্রে ও স্থানীয় সংস্থা সমূহের সর্বত্র এই নির্বাচনী ব্যবস্থা চালু হওয়ায় সর্বত্র নেতৃত্বের লড়াই, পারস্পরিক হিংসা-হানাহানি এবং সামাজিক অশান্তি ও অস্থিতিশীলতা তৃণমূল পর্যায়ে ব্যাপ্তি লাভ করেছে'।

(৪) মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বলেন, 'মোটকথা ইসলামের মধ্যে গণতান্ত্রিক শাসন নামে কোন কিছু নেই। এই নব আবিষ্কৃত তথাকথিত গণতন্ত্র শুধু একটি বানানো প্রতারণার বস্তু। বিশেষ করে এমন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যা মুসলিম এবং কাফের শাসকদের সমন্বয়ে গঠিত, অনৈসলামিক রাষ্ট্র ছাড়া আর কী হবে?

ইসলামী গণতন্ত্র ও নির্বাচন

গণতন্ত্রের সাথে ইসলামের মূল বিষয়গুলোর সাথে সরাসরি সংঘর্ষ থাকায় ইসলামী গণতন্ত্র কার্যকর কিছু নয়। গণতন্ত্র কখনো ইসলামী হতে পারে না। গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থায় অংশ নেওয় যাবে কী না এই বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কিছুসংখ্যক উলামায়ে কেরামের মতে,এটি যেহেতু আল্লাহর বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক অনেক আইন বাস্তবায়নের একটি মাধ্যম,তাই এই আইন বাস্তবায়নকারী কারা হবেন সেটার নির্বাচনব্যবস্থায় অংশ নেওয়া জায়েজ না।আর কিছুসংখ্যক উলামায়ে কেরামতের মতে, যেহেতু নির্বাচনের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থায় জালেম অথবা মন্দের ভালো এবং জালেম না এমন কাউকে আনার সুযোগ রয়েছে তাই এই নির্বাচনব্যবস্থায় অংশ নেওয়া জরুরি।এতে অন্ততপক্ষে সবার কল্যাণে আসবে এমন কাউকে বাছাই করা যায়,জালেম কেউ আসার বিষয়টি ঠেকানো যায়।

এই নির্বাচনব্যবস্থায় ভোট প্রদানের দায়িত্ব মূলত একটি শর'য়ী আমানত। এখানে আমানত বলতে একজন ব্যক্তির দায়িত্ব ও অধিকার বোঝানো উদ্দেশ্য। এ প্রেক্ষিতে ভোট প্রদান আমানত স্বরূপ। আর আমানত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন

-اِنَّ اللهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন, যাবতীয় আমানত তার উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে অর্পণ করতে।" (সূরা নিসা: ৫৮)

আরো ইরশাদ করেন- يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَخُوْ وا اللهَ وَ الرَّسُوْلَ وَ تَخُوْنُوْۤا اَمٰنٰتِكُمْ وَ اَنْتُمْ تَعْلَمُو"

হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং জেনে শুনে নিজেদের পারস্পরিক আমানতে খেয়ানত করো না।" (সূরা আনফাল: ২৭)

সুতরাং যে ব্যক্তি বা প্রার্থীকে নির্বাচিত করলে ইসলাম সমুন্নত হবে, ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষা হবে, দেশের সকল মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, তাকে ভোটের মাধ্যমে বিজয়ী করা সকল জ্ঞানবান ও বিবেকসম্পন্ন ঈমানদার মানুষের নৈতিক দায়িত্ব।

শুধুমাত্র দলীয় দিক বিবেচনা করে কিংবা লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে অথবা প্রভাব প্রতিপত্তিতে ভীত হয়ে ভোট দেয়া যাবে না। কেননা ভোট দেয়া সাধারণ কোন ব্যাপার নয়। এটি একটি আমানত। তাই এ আমানতের সঠিক ব্যবহার করে দুনিয়া ও আখেরাতের কঠিন ও মহাবিপদ থেকে নিজেকে ও জাতিকে রক্ষা করতে হবে।

শর'য়ী দৃষ্টিতে ভোট দেয়ার অর্থ প্রার্থীকে নিজের প্রতিনিধি বানানো। অর্থাৎ ভোটার প্রার্থীকে ভোট দিয়ে একথা বুঝাতে চাচ্ছে যে, ভোট প্রার্থী ভোটারের রাজনীতি ও ধর্মীয় বিষয়ের উকীল বা প্রতিনিধি। আর এ কথা অনস্বীকার্য যে, প্রতিনিধি এমন ব্যক্তি হয়, যে প্রতিনিধির কাজ সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিতে পারবে। অনুরূপভাবে ভোটার তার ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রার্থীকে নিজের প্রতিনিধি নিয়োগের সুপারিশ করে থাকে।আর সুপারিশের ব্যাপারে

আল্লাহ তা'আলা বলেন
-مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّهٗ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ۚ وَ مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَّهٗ كِفْلٌ مِّنْهَا ؕ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ
مُّقِيْتًا"

যে লোক সৎকাজের জন্য কোন সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে। আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্য সেও তার বোঝার একটি অংশ পাবে। বস্তুত আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল।" (সূরা নিসা: ৮৫)

নির্বাচিত প্রার্থী ক্ষমতায় অবস্থায় ভাল-মন্দ যাই করবে প্রত্যেক ভোটার তার নির্বাচিত প্রার্থীর সাথে সওয়াব কিংবা গুনাহে সমান ভাগী হবে।

গণতন্ত্রের অনুসারীরা কাফের কী না

এই আয়াতে (ۤوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُوْنَ) যে বর্ণনা করা হয়েছে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়ত দ্বারা ফয়সালা না করবে, সে কাফের'- এই কাফের হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ আসলাফে উম্মাত বর্ণনা করেছেন। যা খারেজীদের থেকে দূরে এবং আধুনি মর্জিয়াদের থেকে বেঁচে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পথ।

শরীয়তে কুফর দুই প্রকার।

১. কুফরে আকবার। এটাকে হাকিকী (প্রকৃত) কুফরও বলা হয়। এই কুফর ইসলামের গন্ডি থেকে খারেজ করে দেয়। যার কারণে বিবাহ সম্পর্কও ছিন্ন হয়ে যায়।

২. কুফরে আসগার। এটাকে কুফরে মাজাযীও বলা হয়। ওলামায়ে কেরাম এটাকে كفر دون كفر ও বলেন। এই কুফরের কারণে মানুষ ইসলামের গন্ডি হতে খারেজ হয় না।

যারা আল্লাহর শরীয়ত দ্বারা ফয়সালা করে না, তাদের সম্পর্কে সালাফে সালেহীনের বর্ণিত তাফসীরের বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে। আর সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, ফুকাহা, মুহাদ্দিসীন ও মুফাসসিরিনে কেরাম রহিমাহুমুল্লাহ এই আয়াতের মর্ম ইহা বর্ণনা করেছেন যে-কোনো ব্যক্তি যদি কুরআনের আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা ওয়াজিব মনে না করে, তবে সে 'কুফরে আকবারে' লিপ্ত।
সুতরাং সে এমন কাফের, যে ইসলামের গণ্ডি থেকে পরিপূর্ণরূপে খারেজ হয়ে গিয়েছে।

পক্ষান্তরে কোনো ব্যক্তি যদি কুরআনের আইন দ্বারা ফয়সালা করা ওয়াজিব তো মনে করে কিন্তু বাস্তবে এর আলোকে ফয়সালা করে না, আবার নিজের এই আমলকে গুনাহের কাজ মনে করে, তাহলে এটা কুফরে আসগার। যা মিল্লাত থেকে খারেজ করে না। এমন ব্যক্তি ফাসেক।

এ বিষয়টি ইমাম সদরুদ্দীন ইবনে আবিল ইজ্জ হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি (৭৩১-৭৯২ হিজরী) শরহে আকিদাতুত তাহাবিয়্যাহ গ্রন্থে আরও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। কিতাবটি আরব ওলামায়ে কেরামের নিকটও সমাদৃত। স্মর্তব্য, 'আকিদাতুত তাহাবিয়্যাহ' আকিদার বিখ্যাত কিতাব, যা বড় বড় মাদরাসগুলোতেও পড়ানো হয়। আর ইমাম তাহাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহিও শীর্ষ ইমামদের অন্যতম।

তিনি বলেন

-وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو : أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة ، وقد يكون معصية : كبيرة أو صغيرة ، ويكون كفرا : إما مجازيا ، وإما كفرا أصغر ، على القولين المذكورين . وذلك بحسب حال الحاكم : فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب ، وأنه مخير فيه ، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم [الله] ٢ . فهذا كفر أكبر ٣ . وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله ، وعلمه في هذه الواقعة ، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة ، فهذا عاص ، ويسمى كافرا كفرا مجازيا ، أو كفرا أصغر . وإن جهل حكم الله فيها ، مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأ ، فهذا مخطئ ، له أجر على اجتهاده ، وخطؤه مغفور.

এখানে এই মাসআলাটি খুব ভালোভাবে বোঝা জরুরি। তা হল, আল্লাহর শরীয়ত ব্যতীত ফয়সালা করা, কখনো এমন কুফরি হয়, যা ইসলামের গণ্ডি থেকে খারেজ হয় না।

কখনো কবিরা গুনাহ কিংবা সগিরা গুনাহ হয়। আর কখনো কুফরে মাজাযী বা কুফরে আসগার হয়। বিষয়টি বিচারকের অবস্থার সাথে সম্পৃক্ত।বিচারক (বা রাষ্ট্র – লেখক) যদি এই বিশ্বাস (নজরিয়া) লালন করে যে, আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা করা ওয়াজিব নয়। (এবং তার এই বিশ্বাস রয়েছে যে) সে এই ফয়সালা করার ক্ষেত্রে স্বাধীন (ইচ্ছা করলে সে আল্লাহর আইনে ফয়সালা করবে, ইচ্ছা করলে অন্য কোনো আইনে) অথবা বিচারক (অথবা রাষ্ট্র – লেখক) আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা করাকে গুরুত্ব না দেয়, যদিও সে এ কথার ইয়াকিন রাখে যে, এটা আল্লাহর আইন- এ সবগুলো সুরতই কুফরে আকবারের অন্তর্ভুক্ত। (অর্থাৎ এগুলো এমন কুফরি যা মুরতাদ বানিয়ে দেয়।)

আর যদি সে আল্লাহর আইন অনুযায়ী ফয়সালা করাকে ওয়াজিব মনে করে, আর এই ফয়সালার ব্যাপারে তার আল্লাহর আইন সম্পর্কে ইলমও থাকে, এরপরও সে এই আইন দ্বারা ফয়সালা করা হতে বিরত থাকে, উপরন্তু সে এ কথা স্বীকারও করে যে, এর কারণে সে আযাবের উপযুক্ত হবে, তবে এমন বিচারক (অথবা রাষ্ট্র – লেখক) গুনাহগার হবে। তাকে এমন কাফের বলা হবে, যে কুফরে আসগারে লিপ্ত রয়েছে।

আর যদি এই ফয়সালার ব্যাপারে আল্লাহর আইন সম্পর্কে অবগত না থাকে, কিন্তু সে এই আইন সম্পর্কে জানার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, অতঃপর ফয়সালা করতে গিয়ে ভুল করে ফেলেছে, তাহলে একে 'ভুল করেছে' বলা হবে। সে তার ইজতিহাদের সাওয়াব পাবে এবং তার ভুল ক্ষমা করা হবে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'মিনহাজুস সুন্নাহ' গ্রন্থে বলেন- ولاريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله علي رسوله فهو كافر فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر...আর এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়ত দ্বারা ফয়সালা করা ওয়াজিব হওয়ার বিশ্বাস রাখে না, সে ব্যক্তি কাফের। অনুরূপ শরীয়ত ব্যতীত অন্য কোনো (ব্যবস্থা)কে ন্যায় ও ইনসাফ মনে করে মানুষের...

মামলার ফয়সালা করাকে আইনসম্মত (হালাল-বৈধ) মনে করলে, সে কাফের।ইমাম ইবনে কাইয়্যিম রহমাতুল্লাহি আলাইহিও (৬৯১-৭৫১ হিজরী মোতাবেক ১২৯২-১৩৫০ ঈসায়ী) 'মাদারিজুস সালেকীন' গ্রন্থে এই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন, যা ইমাম ইবনে আবিল ইয হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি করেছেন। তিনি বলেন– والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين، الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم....'আর সঠিক কথা হল, কুরআন ব্যতীত (অন্য আইন দ্বারা) ফয়সালার করলে দুই প্রকারের কুফরি হতে পারে। এক. ছোট কুফরি। দুই. বড় কুফরি। আর এটা নির্ভর করে বিচারকের অবস্থার উপর...।]

এরপর ইমাম ইবনে আবিল ইজ হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহির ব্যাখ্যাই বর্ণনা করেছেন।ইতিপূর্বে ইমাম আবু জাফর নুহাস রহমাতুল্লাহি আলাইহির (৩৮৮ হিজরী)

বিশ্লেষণও উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন—আমার বক্তব্য হল, যে ব্যক্তি এ কথা বলবে যে, বিবাহিত যিনাকারীকে রজম করা ওয়াজিব নয়, সে কাফের হয়ে গিয়েছে। কারণ সে আল্লাহর একটা আইন প্রত্যাখ্যান করেছে। [মাআনির কুরআন]

ইমাম আবু বকর জাসসাস হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর 'আহকামুল কুরআন' আরও একটা পয়েন্ট উল্লেখ করেছেন। যা বর্তমান যুগের সে সব মানুষের চোখ খোলার জন্য যথেষ্ট, যারা অনৈসলামী আইনকে ইসলামী প্রমাণ করা জন্য উঠে পড়ে লেগেছে এবং অনৈসলামী আইন দ্বারা ফয়সালাকারী আদালত সম্পর্কে এ কথা বলে যে, এই আদালত ইসলামী আইনের আলোকে ফয়সালা করে। যাহোক, ইমাম আবু বকর জাসসাস হানাফী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন—فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ جُحُودَ حُكْمِ اللَّهِ أَوِ الْحُكْمَ بِغَيْرِهِ مَعَ الْإِخْبَارِ بِأَنَّهُ حُكْمُ اللَّهِ، فَهَذَا كُفْرٌ يُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ وَفَاعِلُهُ مُرْتَدٌ...৫ মিনহাজুস্ সুন্নাহ্ আন নবুবীয়্যাহ' ৫খণ্ড, ৫.১৩০; আহমদ বিন আব্দুল হালীম বিন তাইমিয়্যাহ হারানী আবুল আব্বাস

আর যদি (এই আয়াতের কুফরি দ্বারা) উদ্দেশ্য আল্লাহর আইন দ্বারা ফয়সালা করা অস্বীকার অথবা কুরআন ব্যতীত অন্য আইন দ্বারা ফয়সালা করে এ কথা বলা যে, আল্লাহর আইন দ্বারা ফয়সালা করা হয়েছে, এটা (উভয় সূরতে) এমন কুফরি, যা মিল্লাতে ইসলাম থেকে খারেজ করে দেয়। আর যে ব্যক্তি এমন করে সে মুরতাদ...।

গণতন্ত্রের মাধ্যমে ইসলাম কায়েম সম্ভব কী না

বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতির রাজনীতির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে সীমাবদ্ধতাগুলো আছে, তা ভালো করে উপলব্ধি করা জরূরী।

গণতন্ত্র দুটি নীতির উপর চলে। একটিকে বলা হয় Will of all অর্থাৎ সকল মানুষের ব্যক্তিগত ইচ্ছা। অপরটি হল General will অর্থাৎ সমষ্টিগত ইচ্ছা বা সকলের যা চাওয়া উচিত। মজার ব্যাপার হলো গণতন্ত্রের এই দুটি নীতি অনেকটা হাতির দুই ধরনের দাঁতের মতো।

উর্দুতে সুন্দর করে বলে

هاتهى کا دو دانت ایك هى کهانیکو
اور ایك هى دیکهانیکو

"হাতীকা দো দাঁত এক হায় খানেকো আওর এক হায় দেখানেকো"
অর্থাৎ হাতির দাঁত হলো দুই প্রকার। এক প্রকার হল খাওয়ার জন্য। আর এক প্রকার হলো দেখানোর জন্য। হাতির যে দাঁত দেখা যায় সেটা খাবারের কাজে লাগেনা। আর যেটা খাবার চিবানোর জন্য কাজে লাগে হাতির সে দাঁত দেখা যায় না। ঠিক তদ্রুপ গণতন্ত্রের দুই নীতির একটি হলো প্রদর্শিত। অপরটি হল অপ্রদর্শিত।

এই কথার ব্যাখ্যা হল-
গণতন্ত্র শুধু জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন নয়, বরং জাতিসংঘ প্রবর্তিত মানবাধিকার নিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার প্রতিফলন। জনগণের ইচ্ছা ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর হবে যতক্ষণ তা জেনারেল উইলের বিপরীত না হবে। আর তা যদি জেনারেল উইলের বিপরীত হয়, তখন আর জনতার ইচ্ছা কার্যকর করা যাবেনা।
যেমন ইসলামের মধ্যে জনগণের ইচ্ছাকে সম্মান জানানো হয়। জনগণের চাহিদা পূরণ করার প্রতি তাকিদ করা হয়। জনগণের ইচ্ছার অনেক মর্যাদা আছে। তবে জনগণের ইচ্ছা ততক্ষণ পর্যন্ত কার্যকর হবে যতক্ষণ পর্যন্ত জনগণের ইচ্ছা আল্লাহর ইচ্ছা তথা আল্লাহর আইনের বিপরীত না হবে। জনগণের ইচ্ছা যখনই আল্লাহর বিধানের বিপরীত হবে তখন জনগণের ইচ্ছা ইসলামে অকার্যকর বলে সাব্যস্ত হবে।

আল্লাহর ইচ্ছাকে কিংবা আল্লাহর হুকুমকেই সহজ শব্দে আমরা বলতে পারি শরিয়াহ। অর্থাৎ ইসলাম বলে মানুষের ইচ্ছা কার্যকর হবে যতক্ষণ তা শরীয়াহর অনুগত থাকবে। ইসলাম শরিয়াহকে যে গুরুত্ব দেয়, গণতন্ত্র তার প্রভুদের বানানো ও নিয়ন্ত্রিত জেনারেল উইলকে একই মর্যাদা দেয়। ইসলামে যেমন আল্লাহর হুকুমের বাইরে মানুষের ইচ্ছা চলেনা, তদ্রূপ গণতন্ত্রে জেনারেল উইলের বাইরে জনগণের ইচ্ছাও চলে না।

আর সবচেয়ে বড় ভয়ংকর তথ্য হলো, ইসলামের শরিয়াহর সাথে গণতন্ত্রের জেনারেল উইলের অবস্থান সরাসরি সাংঘর্ষিক। ফলাফল দাঁড়ালো গণতন্ত্র ততক্ষণ আপনাকে সাপোর্ট দিবে যতক্ষণ আপনি শরিয়াহ না চাইবেন। আর আপনি যদি শরিয়াহ চান সেটা যত মানুষ মিলেই চাক না কেন, এমনকি শতভাগ জনগণও যদি শরিয়াহ চায়, উইল অফ অল নীতির আলোকে শরিয়াহ কার্যকর হওয়ার কথা, কিন্তু জেনারেল উইলের আওতায় এসে সেটা অকার্যকর হয়ে যাবে।

তাই খুব সহজে যে কথা বলা যায়, গণতান্ত্রিক উপায়ে শরিয়াহ বাস্তবায়ন করা কস্মিনকালেও সম্ভব নয়।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতি শরিয়াহ আইনকে কখনোই মানবে না।

আরেকটা উৎকট দৃষ্টান্ত হলো-

ইসলামী শাসনতন্ত্র শব্দকেও এই ব্যবস্থাপনায় সহ্য করা হয় না।

সুতরাং এ থেকে স্পষ্ট, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শরিয়াহ আইন বাস্তবায়ন করা অসম্ভব।

এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগবে, তাহলে কি গণতান্ত্রিক এই প্রক্রিয়ায় কোন কার্যক্রম পরিচালনা করা যাবে না?

আর গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যদি শরিয়াহ তথা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব না হয়, তাহলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপায় কি?

আমাদের প্রচলিত ধারার রাজনীতির লক্ষ্য হতে পারে কয়েকটি-

ক) জনকল্যাণমূলক কাজ করা। প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে থেকে জনগণের যতটুকু কল্যাণ সাধন করা যায় তার সর্বোচ্চটুকু নিশ্চিত করা। ইসলামের অন্যতম লক্ষ্য হলো মানব কল্যাণ।

খ) আলেম-ওলামা আল্লাহভীরু ও ইসলামপন্থী লোকজনকে সমাজ-রাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন করা। এর মাধ্যমেও সমাজ ও রাষ্ট্রে ইসলামের প্রভাববলয় বৃদ্ধি পাবে। ইসলামী অনুশাসনের পথে অগ্রগতি সাধন হবে।

গ) প্রকৃত অর্থে ইসলামী রাষ্ট্র ও শারিয়াহ আইন বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যারা অগ্রসর আছে, তাদেরকে যতটুকু সম্ভব অনুকূল্য প্রদান করা।

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য নির্ভুল এবং একমাত্র পদ্ধতি হলো বৈপ্লবিক ও সংগ্রামী শক্তিতে বলিয়ান হওয়া। সেটা গণবিপ্লব হোক কিংবা জিহাদের মাধ্যমে হোক,সেটাই হবে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উপায়। এমনকি ইমারতে ইসলামিয়ার রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীল ও ওলামা মাশায়েখরাও এমন মনোভাব রাখেন।কিন্তু বর্তমান এই রাজনৈতিক লক্ষ্য যেন জিহাদ নামে আখ্যায়িত করা না হয়। এতে ইসলামী শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা জিহাদের ভুল প্রয়োগের সমূহ সম্ভাবনা থাকে।

তথ্যসূত্র:

https://at-tahreek.com/article_details/2068

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ebooklibrary.qawmibook

https://www.facebook.com/share/p/18fwrzjGd9/